চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৬ জুলাই'২০২১খ্রি.

৬ষ্ঠ সাধারণ সভায় মেয়র
কোভিড-১৯ ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে
চসিক কাল থেকে মাঠে থাকবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেমনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের ক্রম উর্দ্ধগতির পাশাপাশি ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে চসিক আগামীকাল ২৭ জুলাই থেকে জরুরী ভিত্তিতে কার্যক্রম ও অভিযান পরিচালনা শুরু করবে। এই লক্ষ্যে প্যানেল মেয়রের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ, তদারকী ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে মাঠে থাকবে। আজ সোমবার সকালে ভার্চুয়াল সংযোগের মাধ্যমে টাইগারপাসস্থ চসিকের অস্থায়ী ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ নির্বাচিত পরিষদের ৬ষ্ঠ সাধারণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
মেয়র বলেন, চট্টগ্রামে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব বিস্তার এখন পর্যন্ত ঢাকার মত প্রকট নয় এবং এখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। ডেঙ্গু রোগ বিস্তার প্রতিরোধে যে সকল অতীব জরুরী পদক্ষেপ নেয়া দরকার তা প্রয়োগ করতে চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগ ও ¯^াস্থ্য বিভাগের জনবলকে সক্রিয় রাখতে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। এডিস মশা প্রজননের উৎসগুলো প্রতিষেধক ওষুধ ছিটানো এবং নালা-নর্দমা-খাল ও জলাশয় আবর্জনা মুক্ত রাখতে যাবতীয় কর্মপন্থা চলমান রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে কাউন্সিলরদের নিজ নিজ ওয়ার্ডে তদারকী ও নজরদারীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণের ক্রম উর্দ্ধগতি সামাল দিতে চলমান কঠোর লক ডাউনকালে কোথাও যাতে ¯^াস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘিত না হয় সে ব্যাপারে চসিকের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। চসিকের ৬ষ্ঠ নির্বাচিত পরিষেদেও সকল সম্মানিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও জনবল কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবধরণের সক্ষমতা ইতিবাচক প্রয়াস চলমান রেখেছে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থাপনা ত্রæটিও বিচ্যুতি থাকলে নগরবাসীর আকাঙ্খা অনুযায়ী তার সংশোধন,পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনে কাউন্সিলরদের সহায়ক ভূমিকা পালনে আহŸান জানান।
তিনি নগরীর আলোকায়নের ক্ষেত্রে যে-সকল ব্যত্যয়, অপ্রতুলতা ও অপর্যাপ্ততা বিদ্যমান তা নিরসনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। অনেক স্থানে বৈদ্যুতিক বাতি অচল হয়ে আছে, কিছু এলাকায় বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ আলোকায়ন পুনঃ স্থাপনে জরুরী ভিত্তিতে কাজ শুরু করবে। এ ছাড়া বৃষ্টির কারণে যে সকল অভ্যন্তরীন সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সে সব সড়ক বৃষ্টি কমে আসলে মেরামত করা হবে। বেশি ক্ষতিগ্রস্থ সড়কের খানা খন্দকগুলো ইটের খোয়া দিয়ে ভরাট করা হবে। স্ট্যান্ড রোডের কাজ সমাপ্তির পথে। যে অংশগুলো এখন অনুপযোগী সেগুলো দ্রুত যান চলাচল উপযোগী করা হবে। পিসি রোডের অসমাপ্ত কাজ নভেম্বরের মধ্যেই শেষ করতে হবে। এখানে নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শেখ মুজিব রোডের যে অংশে সিডিএ এলিভেটর এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেখানে ¯^াভাবিক যান চলাচল ব্যহত হচ্ছে। এই অংশগুলো দ্রুত মেরামত করে দিতে সিডিএ কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
মশক নিধন কার্যক্রম সম্পর্কে মেয়র বলেন, ব্যবহৃত তরুল ওষুধের কার্যকারিতা যাচাইয়ে চবি'র বিশেষজ্ঞ টিমের প্রতিবেদন পাওয়া মাত্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। তিনি প্রস্তাবিত আয়বর্দ্ধক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে বলেন, চসিকের মালিকানাধীন অব্যবহৃত জায়গায় কি ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যপারে কাউন্সিলরগণ মতামত ও পরামর্শ দেবেন। তিনি জানান, কোভিড-১৯মোকাবেলায় চসিকের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশনে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আক্রান্ত রোগী পরিবহণে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদানসহ সব ধরণের চিকিৎসা সেবা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
তিনি আরো উল্লেখ করে বলেন, এখন পর্যন্ত নগরীতে চসিকের ব্যবস্থাপনায় সাড়ে ৪ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে, যা অত্যন্ত সন্তোষজনক। ভবিষ্যতে টিকা প্রদান কার্যক্রম আরো গতিশীল করা হবে। চসিক ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব খালেদ মাহমুদের সঞ্চালনায় সাধারণ সভায় প্যানেল মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন।

করোনার টিকা প্রদান
কার্যক্রম পরিদর্শনে মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রোজউল করিম চৌধুরী আজ সোমবার সকালে কর্পোরেশন পরিচালিত জেনারেল হাসপাতালে করোনার টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনকালে টিকা নিতে আসা নাগরিকদের সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন মেয়র। তিনি বলেন, সরকার করোনা মোকাবেলায় নানা পদক্ষেপের পাশাপাশি দেশের সর্বস্তরের মানুষকে করোনার টিকার আওতায় আনতে চায়। ইতিমধ্যে টিকা সংকটের সমাধান হয়েছে। শিঘ্রই ১৮ বছরের উর্ধ্বের নাগরিকদের টিকা প্রদান শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নাগরিক হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব হলো সরকার ঘোষিত বিধি নিষেধ মেনে চলা। প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়া। বের হলে ¯^াস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরিধান করা। না হয় জীবন সংকটাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে নগরীর সাড়ে ৪ লাখ মানুষকে করোনার টিকা দেয়া হয়েছে জানিয়ে বলেন, কর্পোরেশনের এ উদ্যোগ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এখানো কর্পোরেশনের আইসোলেশন সেন্টারে ৩৫ জন রোগী ভর্তি আছে। তিনি করোনাকালীন সময়ে নগরবাসীর ¯^াস্থ্য সুরক্ষায় সব সময় কর্পোরেশন পাশে থাকবেন বলেন জানান।

চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত
¯^াস্থ্যবিধি অমান্য করায়
১৯ পথচারীকে ৪ হাজার ৬শত টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌসের নেতৃত্বে নগরীর লালখান বাজার মোড়, ওয়াসা মোড়, জিইসি, কাজীর দেউরী, চট্টেশ্বরী মোড়, চকবাজার ও জামালখান এলাকায় করোনা ভাইরাস জনিত রোগের বিস্তার রোধে সরকারি ¯^াস্থ্যবিধি অমান্য করায় ১৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৯টি মামলা রুজু পূর্বক ৪ হাজার ৬ শত টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে ম্যাজিস্টেট পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন এবং নগরবাসীকে ¯^াস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনাও প্রদান করে। অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশি¬ষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্য বৃন্দ।

সংবাদদাতা
স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩